আমি 'কাল' এই বক্ষে মম অধিকার"।।
ব্রজ বলে "যেই মারো সেই মোর কাল।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর শ্রীনন্দদুলাল"।।
সে মহাপুরুষ কহে "নাহি তোর কষ্ট।
আমি তোর কৃষ্ণ হই আমি তোর ইষ্ট।।
যশোদার দুলাল আমি ভকত বৎসল।
তোর জন্য বাছা আমি হ'য়েছি পাগল।।
গুরুমন্ত্র লয় জীবে মোরে পাইবারে।
এই আমি পশিলাম তোমার শরীরে।।
গুরুনিষ্ঠা লোক হয় আমার পরাণ।
তুই মোর প্রাণ বাছা আমি তোর প্রাণ।।
দুষ্টা দুশ্চারিণী তোর গুরুর রমণী।
গুরুদণ্ড করিল তোমারে যাদুমণি।।
গুরুপাট নিকটেতে আর নাহি যেও।
হরি বলে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে খেও।।
এবে আমি হইয়াছি যশোবন্ত সূত।
তোমার দেহেতে হইলাম আবির্ভূত।।
মুকডোবা ছিনু বাসুদেব মূর্তি ধরে।
যশোবন্ত-সূত হৈনু রামকান্ত বরে।।
পরশুরামের দেহে বিষ্ণুতেজ ছিল।
রামের দেহেতে তেজ যেমন মিশিল।।
যশোবন্ত সূতে দেখা যেখানে পাইব।
আমি গিয়া সেই দেহে মেশামেশি হ'ব।।
তোমা হেন ভক্ত ছেড়ে না যা'ব কখনে।
আমি তোর তুই মোর জীবনে মরণে"।।
এতশুনি ব্রজনাথ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কখন বা বৃক্ষতলা কখন আলয়।।
মনে চিন্তা 'যশোবন্ত সূত কোন জন?
কবে তাঁর শ্রীঅঙ্গ করিব দরশন।'
এদিকে সফলানগরে প্রভুর বাস।
ব্রজনাথ মিলনেতে মনে হ'ল আশ।।
উত্তরাভিমুখে প্রভু একদিন চলে।
ডাকে প্রভু আহারে ব্রজারে কোথা রলে?
এমন সময় উপনীত ব্রজনাথ।
বসাইল প্রভু তা'রে হাতে ধরে হাত।।
নাটু আর বিশ্বনাথ সঙ্গে দুইজন।
দোঁহে দেখে দু'জনার অপূর্ব্ব মিলন।।
বার-তের বৎসর বয়স এক ছেলে।
পরিধানে পীতাম্বর বনমালা গলে।।
রতন বলয় হাতে চরণে নূপুর।
নবঘনশ্যাম বর্ণ মূরতি মধুর।।
শিরে শোভে শিখিপাখা করে শোভে বাঁশী।
বিধুমুখে মধুমাখা মৃদু মৃদু হাসি।।
ব্রজনাথ অঙ্গ হ'তে উঠে এক জ্যোতিঃ।
সেই জ্যোতিঃ হ'তে এই মধুর মূরতি।।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা হাসি কথা কয়।
হরিচাঁদ শ্রীঅঙ্গেতে সে অঙ্গ মিশায়।।
ঠিক যেন ব্রজধামে যমুনা মাঝেতে।।
বাসুদেব পড়ে বসুদের হাত হ'তে।।
সেই দেহে আবির্ভূত গোলোকবিহারী।
বসুদেব সেই পুত্রে নিল কোলে করি।।
যশোদার গর্ভে হয় যমজ সন্তান।
সেই পুত্র এই পুত্র দোঁহে মিশে যান'।।
ভগবতে শ্লোক আছে তাহার প্রমাণ।
ব্যাস বিরচিত শ্লোক শুকদেব গান।।
**"বসুদেব গৃহে জাত বাসুদেবোহখিলাত্মনি।
নীলনন্দসুতে রমা ঘনে সৌদামিনী যথা"।।**

গর্গোবাচঃ

**"সত্যে শ্বেতবর্ণানি চ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণানি।
পীতবর্ণ তথা কলৌ এদানি কৃষ্ণতাং গতঃ"।।**
পীতবর্ণ কলিকালে যখনে গৌরাঙ্গ।
দ্বাপরে নারদ কহে লীলার প্রসঙ্গ।।